ওয়মিয়াকোন: সবচেয়ে শীতল আবাস

রাশিয়ার উত্তর-পুবের অঞ্চল ইয়াকুটিয়ার ছোট্ট এক গ্রাম ওয়মিয়াকোন। একে বিবেচনা করা হয় মানুষের বসতি আছে পৃথিবীর এমন সবচেয়ে শীতল জায়গা হিসেবে। শীতে এখানকার গড় তাপমাত্রা থাকে হিমাঙ্কের নিচে ৪৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

১৯২০ ও ১৯৩০-এর দশকের পূর্ব পর্যন্ত জায়গাটি ছিল বল্গা হরিণপালকদের মৌসুমি বিশ্রাম নেওয়ার জায়গা। তবে তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়ন সরকার যাযাবর মানুষকে নির্দিষ্ট জায়গায় থিতু করার উদ্দেশ্যে একে স্থায়ী বসতি হিসেবে গড়ে তোলার পরিকল্পনা নেন। এখন গ্রামটিতে মোটামুটি ৫০০ লোকের বাস। তুষারপাত শুরু হলেই যেখানে বিভিন্ন দেশের স্কুল-কলেজ বন্ধ করে দেওয়া হয়, সেখানে ওয়মিয়াকোনের একমাত্র বিদ্যালয়টির দুয়ার বন্ধ হয় কেবল হিমাঙ্কের নিচে ৫২ ডিগ্রি সেলসিয়াস হলে।

ওয়মিয়াকোন শব্দের অর্থ অবশ্য বেশ মজার, বরফে জমে না এমন পানি। কাছেই সত্যি একটি উষ্ণ প্রস্রবণ আছে, যেখানকার পানি কখনো জমে না।

ঘরে জমে থাকা বরফের পরতওয়মিয়াকোনের বেশির ভাগ ঘর উষ্ণ রাখার জন্য এখনো কয়লা ও কাঠ পোড়ানো হয়। আধুনিক সুযোগ-সুবিধার খুব বেশি এখানকার মানুষ উপভোগ করতে পারে না। প্রচণ্ড শীতের কারণে বেশি কিছু জন্মায় না এই এলাকায়। তাই ওয়মিয়াকোনের বাসিন্দাদের প্রধান খাবার বল্গা হরিণ ও ঘোড়ার মাংস। এখানকার বেশির

রঙবেরঙ ডেস্ক

ভাগ মানুষ তাই বল্গা হরিণ পোষে। এ ছাড়া শিকার আর আইস-ফিশিং বা বরফে মাছ ধরে তারা। এই শীতল রাজ্যের বিশেষ একটি খাবার হলো স্ট্রোগানিনা। জমাট বাঁধা মাছকে ফালি করে কেটে ছেঁচে এটি বানানো হয়।

ওয়মিয়াকোনে কিন্তু গ্রীষ্মকালও আছে। ক্ষণস্থায়ী গ্রীষ্ম জুলাই ও আগস্ট এই দুই মাস নিয়ে। এ সময় কিন্তু তাপমাত্রা ২০ থেকে ৩০ ডিগ্রি সেলসিয়াসেও পৌঁছে যায়। এ সময় সামান্য কিছু সবজি চাষ হয় এই এলাকায়।

সাগর সমতল থেকে ১০০০ মিটার উচ্চতায় গ্রামটি। এর অবস্থান এমন জায়গায় যে চারপাশ থেকে শীতল হাওয়া এসে হামলে পড়ে গ্রামটির ওপর। কাজেই ওয়মিয়াকোনের জীবন মোটেই সহজ নয়। কলমের কালি জমে যায় প্রচণ্ড ঠান্ডায়। দ্রুত ব্যাটারির পাওয়ার শেষ হয়ে যায়। চামড়ার সঙ্গে আটকে যায় ধাতু, ছাড়ানো মুশকিল হয়ে পড়ে তখন। তেলের ট্যাংকের নিচে কাঠ জড়ো করে আগুন জ্বালানো না হলে গাড়ি স্টার্ট নেয় না। স্থানীয় পাওয়ার স্টেশন বাড়িতে উষ্ণ পানি সরবরাহের জন্য কয়লা পোড়ায়। অবশ্য এখানকার পানির পাইপ জমে ফেটে যাওয়ার ঝুঁকি থাকে। তাই বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই টয়লেট থাকে মূল ঘরের বাইরে।

প্রচণ্ড শীতল আবহাওয়ায় মৃতদেহ সমাধিস্থ করাও বড় সমস্যা। বরফে জমে যাওয়া জমিতে একটা কবর খুঁড়তে লাগে দুই থেকে তিন দিন। প্রথমে ঘণ্টা দুয়েক আগুন জ্বালিয়ে রাখা হয়। এ ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় কয়লা কিংবা কাঠ। এতে বরফ কিছুটা গলে। এবার ইঞ্চি দুয়েক গভীর একটা গর্ত খোঁড়া হয়। এভাবে দুই দিন ধরে একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি করা হয়, যতক্ষণ পর্যন্ত গর্তটি একটি কফিন ঢোকানোর মতো বড় না হয়।

ওয়মিয়াকোনের এখন পর্যন্ত সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয় হিমাঙ্কের নিচে ৭১.২ ডিগ্রি বা ৯৬.১৬ ডিগ্রি ফারেনহাইট। এটি ১৯২৪ সালের ঘটনা। ওই দিনটিতে স্মরণ করে এখানকার টাউন স্কয়ারে একটি স্তম্ভ স্থাপন করা হয়। একসময় এটি ছিল মানুষের বসতি আছে এমন জায়গায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রার রেকর্ড।

তবে এটা ট্যুর অপারেটর কোম্পানিগুলোর শীতের মাঝামাঝি সময়ে গ্রামটিতে পর্যটক নিয়ে যাওয়ায় কোনো বাধা সৃষ্টি করে না। মানুষ সেখানে যায় পৃথিবীর শীতল জায়গায় বাস করার অনুভূতি কেমন তা জানতে। আবার এখানে বরফে মাছ

ধরার আনন্দ থেকেও নিজেকে বঞ্চিত করতে চান না পর্যটকেরা। তা ছাড়া হিমাঙ্কের নিচে ৫০ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় এখানকার উষ্ণ প্রসবণে শরীর ছেড়ে দেওয়ার মজাও আলাদা।

অন্ধকার শীতকালের শেষে পালিত হয় কোল্ড পোল ফেস্টিভ্যাল। বল্গা হরিণ দৌড়, স্লেজ নিয়ে কুকুর দৌড়, বরফে মাছ ধরাসহ নানা খেলায় মেতে ওঠে স্থানীয় বাসিন্দারা। তাদের সঙ্গে যোগ দেন পর্যটকেরা। তবে কাছের বিমানবন্দর ইয়াকুতস্ক থেকে দুই দিনের যাত্রা, কেবল সাহসীরাই সেখানে যাওয়ার কথা ভাবেন। তবে সেখানে পৌঁছে গেলে আর ঠান্ডায় মানিয়ে নিতে পারলে যে কয়েকটা দিন আনন্দে কাটবে তাতে সন্দেহ নেই।

বরফ দিয়ে তৈরি হোটেল

সুইডেনের ইয়ুককাসইয়ার্ভিতে অবস্থিত এক হোটেল আগা-গোড়া বরফে তৈরি। কামরাগুলো বরফ দিয়ে বানানো, তেমনি বিছানা থেকে শুরু করে সব ধরনের আসবাব নির্মাণেও ব্যবহার করা হয়েছে ওই বরফই। আপনার আর বরফের শয্যার মধ্যে থাকবে কেবল পুরু একটা বল্গা হরিণের চামড়া ও উষ্ণ স্লিপিং ব্যাগ।

আর্কটিক সার্কেলের ২০০ কিলোমিটার উত্তরে অবস্থিত হোটেলটি প্রতি বছর বসন্তে গলে যায়, শীতের শুরুর দিকে আবার নতুন করে তৈরি করা হয়। পৃথিবীর সবচেয়ে পুরোনো মানে প্রথম বরফের হোটেল এটিই।

সুইডেনের বিখ্যাত এই বরফের হোটেলের প্রবেশদ্বার বলতে পারেন কিরুনা শহরকে। কিরুনা থেকে ১৭ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত সুন্দর, ছোট্ট এক গ্রাম ইয়ুককাসইয়ার্ভি। সেখানেই টর্নি নদীর তীরে হোটেলটির অবস্থান। ইনজভি বারগকভিস্ট নামের এক ব্যক্তির উদ্যোগে ১৯৯০ সালে প্রথম বানানো হয় এ বরফের হোটেল।

১৯৮৯ সালে জাপানি কিছু শিল্পীকে আমন্ত্রণ জানান ইয়ুককাসইয়ার্ভি গ্রামে, তারা বরফের ভাস্কর্যের ওপর একটি কর্মশালায় অংশ নেন। কয়েক সপ্তাহ পর একই এলাকায় একটি ঈগলুতে (এস্কিমোরা বরফের যে ধরনের বাড়িতে থাকে) বরফের কিছু শিল্পকর্মের প্রদর্শনী করেন। এ সময় শহরের হোটেলে পর্যাপ্ত কামরা না থাকায় কিছু পর্যটক এই ঈগলুর মধ্যে বল্গা হরিণের চামড়ার ওপরে স্লিপিং ব্যাগে রাত কাটান। আর এখানে যারা রাত কাটান যারা তাদের ভালোই লাগে অভিজ্ঞতা। বলা চলে তারপরই শুরু হয় বরফের হোটেল তৈরির কর্মযজ্ঞ।

বরফ ও তুষার দিয়ে বানানো পৃথিবীর সবচেয়ে বড় হোটেল এটিই। আয়তন ছয় হাজার বর্গমিটারের মতো। তবে প্রতি বছরই হোটেলের চেহারায় পরিবর্তন আসে। এখন পর্যন্ত আনুমানিক প্রায় ৫০ হাজার দেশি-বিদেশি পর্যটক এই আজব হোটেলে আতিথেয়তা নিয়েছেন।

শীতের শেষ দিকে কিংবা বসন্তের শুরুতে বরফের স্বচ্ছ টুকরো কাটা হয় পাশের জমে যাওয়া টর্নি নদী থেকে। আনুমানিক ৯০ লাখ কেজি বরফ ও ২ লাখ ৭০ হাজার কেজি তুষার জমা রাখা হয় কাছের বরফ সংরক্ষণাগার ও উৎপাদনকেন্দ্রে। সেখানে আমন্ত্রিত ৫০ জন শিল্পী ব্যস্ত সময় কাটান বরফ দিয়ে নানা আসবাব, কাঠামো আর ভাস্কর্য তৈরিতে। এমনকি হোটেলের লবির বিশাল ঝাড়বাতিগুলো পর্যন্ত বরফের তৈরি। শীতের শুরুতে বরফের এই শিল্পকর্মগুলো ব্যবহার করা হয় বরফের কামরাগুলো সাজাতে।

নভেম্বরের দিকে শীত যখন বেশি থাকে তখন ইস্পাতের বিশাল কাঠামোর মধ্যে রাখা হয় বিপুল পরিমাণ তুষার এবং এগুলো জমতে দেওয়া হয়। জমে গেলে ইস্পাতের কাঠামো সরিয়ে নেওয়া হয়। এবার মাঝখানে সীমানা দেয়াল তৈরি করা হয়, এতে কামরাগুলোর জন্ম হয়। পুরু দেয়াল, মেঝে আর ছাদ তৈরি হয় জমা তুষার আর পরিষ্কার বরফ দিয়ে। চেয়ার, বিছানাসহ সব আসবাব তৈরি হয় বরফের বড় সব ব্লক কুঁদে।

হোটেলের ভেতরের প্রায় সবকিছুই তৈরি হয় বরফ দিয়ে। তবে কেবলমাত্র ওয়াশ রুমটা বাদে। এটি থাকে আলাদা একটি স্থায়ী দালানে।

বরফের শয্যায় বল্গা হরিণের চামড়া পাতা। তার ওপর স্লিপিং ব্যাগে ঘুমান অতিথিরা। এখানে হিটারের কোনো ব্যবস্থা নেই। কাজেই কামরার তাপমাত্রা থাকে হিমাঙ্কের নিচে ৫ ডিগ্রির মতো। বরফের হোটেলটি খুলে দেওয়া হয় কয়েক ধাপে। ডিসেম্বরের শুরুতে চালু হয় একটা অংশ। এরপরের প্রতি সপ্তাহে নতুন নতুন অংশ উন্মুক্ত হতে থাকে পর্যটকদের জন্য। জানুয়ারির শুরুতে গোটা নির্মাণকাজই শেষ হয়, অর্থাৎ গোটা হোটেলটিই অতিথিদের স্বাগত জানাতে প্রস্তুত হয়ে যায়।

পুরোপুরি প্রস্তুত হয়ে গেলে হোটেলে থাকে রেস্তোরাঁ, উপাসনার জায়গা, হল রুম, ৭০টির বেশি কামরা, একটি বার, রিসেপশন রুম ইত্যাদি। প্রতি শীতে বেশ কয়েকটি বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হয় এখানে। নববিবাহিতদের জন্য আলাদা স্যুইটের ব্যবস্থাও থাকে। প্রতি বছর বিভিন্ন দেশের শিল্পীরা আশ্চর্য এ হোটেলে নিজেদের প্রতিভার সাক্ষর রাখেন।

বসন্ত চলে এলে, এপ্রিলের দিকে বরফের হোটেল গলতে শুরু করে। তখন যেখান থেকে এর উপকরণ এসেছিল সেই টর্নি নদীতেই গিয়ে পড়ে গলে। মে'তে দেখা যায় হোটেলের জায়গায় আছে কেবল সবুজ ঘেসো জমি।

পুরো হোটেলটাই আপনাকে অবাক করার জন্য যথেষ্ট হলেও বরফ হোটেলের পক্ষ থেকে অতিথিদের জন্য নানা ধরনের আয়োজন থাকে। এর মধ্যে আছে কুকুরটানা স্লেজ গাড়িতে ভ্রমণ, বরফের ভাস্কর্যের ওপর ক্লাসে অংশ নেওয়া, স্থানীয় অধিবাসীদের সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগসহ আরও অনেক কিছু। মোটের ওপর বরফের হোটেলে একটি ভ্রমণ যথেষ্ট রোমাঞ্চকর হবে কি বলেন? তবে আপনার যদি ঠান্ডার সমস্যা না থাকে তবে ভুলেও ও পথ মাড়াবেন না!